কালের শাসন

কালের শাসন

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ

জয়ন্

সূচী

১। মানবের দেশে শুধু
২। ঋষি তব স্থিরদৃষ্টি
৩। মহাশিল্পী, আমি কথা দিনু
৪। নিখিল শিল্পীর সৃষ্টি
৫। দিনগুলি যার তার হোক
৬। এবার চলেছি নিজ দেশে
৭। ক্রোধে ক্ষোভে দুশ্চিন্তায়
৮। তোমারে স্মরিব আজ
৯। গোটা দুই গাধা
১০। কাছে যারা আছে
১১। না হয় আমার বসন্ত নাই
১২। আমি হবো আকাশের কবি
১৩। আপনা মাঝারে চাহি'
১৪। উহাদের নাই কোনো কাজ
১৫। অন্যমনে থাকি
১৬। ঝরা পাতাদের ঝড়
১৭। তোমার প্রবল প্রেম
১৮। সকলের শ্রেষ্ঠ প্রেম

১

মানবের দেশে শুধু চিনিতে শুনিতে
যায় বেলা—পরিচয় দিতে ও লইতে।
এ যেন কুটুম্বালয়; এর ঘরে ঘরে
যাই, দেখি, দেখা দিই; কভু যুক্ত করে
কভু স্নিগ্ধ চোখে। কাছে বসি' কিছুকাল
শুধাই কুশল প্রশ্ন। সম্বন্ধের জাল
ধীরে বোনা হয়। তখন উঠিয়া বলি
"তবে আসি"। আসক্তিরে টেনে টেনে চলি
ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে। এই মত যায় বেলা
মানবের দেশে শুধু "চেনাশুনা" খেলা।
কোনো কাজে লাগি নাই। দিই নাই কিছু
আমি চলি' গেলে যাহা রবে মোর পিছু।
সাথে এনেছিনু কত, বেলা নাই দিতে
রহিল আমার দান আমার ঝুলিতে॥

———

২*

ঋষি, তব স্থিরদৃষ্টি উদ্বেগকাতর।
সত্যের গোধনগুলি আসে নাই ঘর ;
রজনী গভীরা হলো। ক্বচিৎ নিরাশ
হেরিতে লেগেছ যেন ঊষার আভাস।
অসমাপ্ত অন্বেষণ নিতে হবে তুলে
কাল প্রত্যুষেই। আসন্ন সুপ্তিরে ভুলে
যেতে হবে আজিকার মতো। দৃষ্টি শিখা
জ্বলে তাই খরতর। ধূম মসী লিখা
নয়ন প্রদীপতল স্ফীত হয়ে উঠে ;
সংকল্প প্রহর জাগে বদ্ধ ওষ্ঠ পুটে।
হে ঋষি, সত্যেরা তব অদূরেই আছে
তিমির বিভিন্ন, সুপ্ত। সাড়া দেবে কাছে
রজনী পোহালে কাল।—সেও তুমি জানো,
তবু তব শুভ্রমুখ চিন্তা জ্বরে ম্লান॥

———

* গ্যেটে

৩ *

মহাশিল্পী, আমি কথা দিনু, আমি লবো
সৌন্দর্য্যের দায়। সোনার তুলিকা তব
আমি তুলি' লবো। চির সৌন্দর্য্যের ক্রুশ্
বহিব হৃদয়ে বক্ষে রজনী দিবস।
অবসাদ মানিব না, তৃপ্তি জানিব না,
মুক্তির বাসনা কল্পনায় আনিব না,
যদি না আপনি মুক্তি আসে মৃত্যুসম।
কোনো সুখ ভুলাবে না এ বেদনা মম,
কোনো দুঃখ টলাবে না একাগ্র এ ধ্যান।
জীবনের সাথে দিব জীবনের দান
অমিত সৌন্দর্য্য—বিশ্বের ক্ষুধার অন্ন,
বিশ্বের আজন্ম তীব্র তিয়াষার স্তন্য।
তারপরে চলে যাবো ; যুগ যাবে ; শেষে
দান মুছে যাবে। শুধু দায় রবে হেসে॥

* রাফেল

৪

নিখিল শিল্পীর সৃষ্টি শশী সূর্য্য তারা
তারাও রবে না চির। রূপ বহ্নি হারা
তারাও হারাবে কোথা আকাশ কুসুম।
আমাদের সৃষ্টি? সে নয় অক্ষয় দ্রুম
লক্ষ যুগ পরমায়ু যার। কিন্তু মোরা জানি
শিল্পীরে যে দায় দেন সৌন্দর্য্যের রাণী
বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী অমর সে দায়;
সেই দেয় বারে বারে শিল্পীরে বিদায়।
সে যারে কাঁদায় তার সেই মোছে চোখ;
তারি মুখ হতে শোনে সৌন্দর্য্যের শ্লোক,
ভুলে যায় শুনিতে শুনিতে। কীর্ত্তি যত
নাশে কীর্ত্তিনাশা, "কীর্ত্তি কই?" হাঁকে তত
মোরা কাঁদি মোরা দিই—থাক্ নাই থাক্;
সার্থক শুনেছি মোরা সুন্দরীর ডাক॥

৫

দিনগুলি যার তার হোক
রাতগুলি তোমার আমার
যত কথা মনে মনে থাকে
মুখোমুখি বলিয়া যাবার
তারপরে নিজ নিজ ঘরে
চলিয়া যাবার।

তারপরে স্বপনে মিলন
(সে মিলন আজো ঘটে, রাণি)
যত কথা বলা নাহি যায়
কেমনে সে হয় জানাজানি।
ভাষাহীন আশা ও তিয়াষা
ইঙ্গিতে বাখানি।

আজ রাতে তুমি কোথা প্রিয়ে
অকূল পাথারে আমি একা
যত দূর চোখ মেলে চাই
চোখ দুটি যায় না তো দেখা।
এত বড় আকাশেতে নাই
ও আঁচল রেখা।

সমুখের পানে চলি যত
তোমা হতে দূরে দূরে সরি
একবার ঘাট যদি ছাড়ে
ফেরে না গো জীবনের তরী।
বিরহের ফাঁক শুধু বাড়ে
দিন দিন ধরি'।

মিছে কথা 'আবার মিলন'
কে কবে মিলেছে পুনরায়!
কোনোদিন ফিরে যদি পাও
কার নামে কারে পাবে, হায়!
তার সনে নবতন প্রেম
নূতন বিদায়।

কে জানে গো সে কেমন প্রেম
কোন দেশ কী বেশা যামিনী
হয় তো বকুল বীথিকায়
ফুটিয়াছে করবী কামিনী
আন্‌মনা আমারি মতন
আমার ভামিনী।

মনে যেন পড়েছে দোঁহার
গত জনমের কত স্মৃতি
দিনময় হাত ধরে চলা
রাত করে কথা বলা নিতি
বহু কাজ বহু অবসর
বহুতর প্রীতি।

জীবনের সেই সত্যযুগ
দুটি মনে ঘনায়ে আসিবে
অকস্মাৎ দেশ কাল ভুলে
ঘনতর ভালো কি বাসিবে ?
বিভ্রম টুটিয়া গেলে পরে
অশ্রুতে ভাসিবে।

কে জানে গো সে কেমন প্রেম
কোথা রাত কবে পরিচয়
যত দূর মন মেলে ভাবি
আজ নয়, আজ সে তো নয়
আজ রাতে তুমি নাই সাথে
কাটে না সময় ॥

৬

এবার চলেছি নিজ দেশে
ভারতের ছায়াতরুতলে
ধ্যানী যেথা মীলিত লোচন
প্রকৃতিরে মানা দেয় হেসে
স্বামী যেন কামিনীরে বলে
“ওগো তুমি থাম কিছুখন।”

হে আমার নব আবিষ্কার
হে মহান হে চির স্বাধীন
হে প্রেমিক মহা কারুণিক
খোলো খোলো তব সিংহদ্বার
তুমি নহ কারো হতে দীন
তুমি নহ ভিখারী ধনিক।

তোমার উদার তরুতল
তোমার সুঅনুগতা সতী
পতি সে মুক্তির তপে রত
বনিতা ভাবিছে কত ছল
সে তব মানিনী প্রেমবতী
হে ভারত কোথা তব ক্ষত?

সুখে তুমি পরিয়াছ চীর
মন তবু কটীবাসে নাই
তন্ময় রয়েছ শরবৎ
কুশাসনে বসিয়াছ স্থির
কত না শতাব্দী ধরে তাই
তব দ্বারে অতিথি জগৎ।

অতিথি দস্যুর ছদ্মবেশে
আসে যায় শত শত বার
মুঠাভরে যত সোনা লয়
তত সত্য লয় অবশেষে।
অফুরাণ তোমার ভাণ্ডার
যত ধন যায় যত রয়।

আমরা ভাবিয়া হই সারা
সে মোদের ভাবনা বিলাস
তুমি দেব অজর অমর
তোমারে রুধিতে নারে কারা
তোমারে টলাতে নারে ত্রাস
অপমানে তুমি অকাতর।

হে ভারত তোমার ধ্যানের
তোমার তনয়ে করো ভাগী
মোরে দাও বীজমন্ত্র তব।
অর্থহীন ধনের মানের
হবো না হবো না অনুরাগী
জনকের যোগ্য পুত্র হবো॥

৭

ক্রোধে ক্ষোভে দুশ্চিন্তায় বিষায়িত প্রাণ
তবু প্রাণ ভরে বাজে অমৃতের গান।
দুটি কর জোড় করি' আকাশে প্রণমি।
ধন্য এ জগৎ, ধন্য হয়েছি জনমি'।
কত যে ক্রূরতা এর, কত কুটিলতা
তবু এ আমার দেশ, আমার দেবতা।
হৃদয়ে জ্বলিতে থাক্ বহ্নি অনির্ব্বাণ
সেই সন্ধ্যাদীপ লয়ে গাই স্তবগান।

আমি আছি—এই মম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ
আমারে সকল শোকে সম্পূর্ণ রাখুক।
যে শত সৌভাগ্য পেনু কিছু ভুলিব না
সেই ঋণ নিশিদিন হানুক বেদনা।
ধাবমান কাল স্রোত যে ঘাটেই নিক্
আত্মবিস্মৃতির কূপে রবো না ক্ষণিক।
সকল তুচ্ছতা মাঝে আপন উচ্চতা
স্মরণ করিয়া মোর লজ্জা পাক্ ব্যথা॥

৮

তোমারে স্মরিব আজ অনন্ত অমোঘ ভবিষ্যৎ
আমার সত্তার ভবিষ্যৎ
লক্ষ বর্ষ পরে জানি পূরিবে প্রত্যেক মনোরথ
পূরেনি যতেক মনোরথ ।
বার বার ব্রতভঙ্গ করে মোরে নিয়ত বিধুর
সিদ্ধি সে হাতের কাছে তবু মুষ্টি হতে চির দূর
দীর্ঘতন অক্ষমতা আশা-নাশা স্বপ্নাবেশ-ভাঙা
ওষ্ঠের রক্তিমা লয়ে চক্ষু মোর করিয়াছে রাঙা
সেই চক্ষে যাই হেরি তাই যেন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ
নাই আর ধরণীতে নাই আর রমণীতে রূপ ।

তোমারে স্মরিব তাই অবশ্য-সম্ভব ভবিষ্যৎ
আমার আত্মার ভবিষ্যৎ
তোমাতে রয়েছে মোর তপস্যার প্রার্থিত জগৎ
তব কাছে গচ্ছিত জগৎ ।
একদা লভিব জানি এই ভুজে ইন্দ্রের শকতি
এই চিত্তে উদ্ভাসিবে সিদ্ধার্থের নির্ব্বাণ-মুকতি
ক্ষমায় নমিবে আর করুণায় ক্ষরিবে লোচন
শির উন্নমিবে ঊর্দ্ধে, আত্মজয়ে সুপ্রসন্ন মন ।
নয়ন মুদিলে পাবো অন্তরের ঐশ্বর্য্যের দিশা
আপন অমৃত পিয়ে মিটাইব আপনার তৃষা ।

হে আমার পরমায়ু অলঙ্ঘ্য অমেয় ভবিষ্যৎ
আমার বিধাতা ভবিষ্যৎ
অমর তুমি ও আমি একত্র চলেছি এক পথ
তুমি মোরে দেখাইছ পথ।
হে সারথি, মোরে তুমি অনুক্ষণ দিব্যদৃষ্টি দেহ।
অনুক্ষণ বলো কানে—দীন যারা দীন নহে কেহ
অপমানে নীল যারা মনে প্রাণে মানী তারা তবু।
কাপুরুষ ? সেও জানি আপনার ভাগ্যধর প্রভু।
মিথ্যা এ আমার ক্লৈব্য, একা এ আমার চিন্তাজ্বর
অভাব কাহারো নাই, সূর্য্যালোকে সবাই ভাস্বর।

স্পষ্ট হও, স্পষ্ট হও, অস্পষ্ট আচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ
বিশ্বের মঙ্গল ভবিষ্যৎ
সব সত্য সত্য নয় সব স্বপ্ন নয় কো অ-সৎ
সব স্বপ্ন নয় কো অ-সৎ।
ছদ্মবেশী মিথ্যা যবে দর্পে করে দৃষ্টি অধিকার
তারে আমি করিব না সত্যভ্রমে নিত্য নমস্কার।
তোমা পরে রাখি' আঁখি' ধীরে ধীরে হবো আগুয়ান
বিশ্বাস করিবে মোরে সংশয়ীর চেয়ে বলবান।
দিনে দিনে বিস্তারিবে ধ্যাননেত্রে দিগ্বলয় সীমা
একদা চকোর পাবে মর্ত্ত্যলোক প্লাবিনী পূর্ণিমা।

তোমারে স্মরিব নিত্য কুবের-ভাণ্ডারী ভবিষ্যৎ
আমার ভাণ্ডারী ভবিষ্যৎ
সংকল্পের তৃতীয়াক্ষি রবে মম ললাটে জাগ্রৎ
শয়নের স্বপ্নেও জাগ্রৎ।
বিশ্বের সকল তীর্থে অবিশ্রাম চলিয়াছে হোম
তাই এ সাগর নীল তারি ধূমে নীল এই ব্যোম।
দেহদুর্গে একা থাকি তাই বলে করিব সন্দেহ?
অদুর্ব্বল সাধনায় ক্ষয়ে যাক্ প্রাণ মন দেহ।
আজ যাহা মিলিল না কাল তাহা মিলিবে বলেই
যা চেয়েছি সব পাবো যা দেবার সব যদি দেই॥

৯

গোটা দুই গাধা গুটি দুই ছাগ
ছয়টি বাছুর গরু
এদের মাথায় ছাতা ধরিয়াছে
একটি শিরীষ তরু !

কোথা হতে এক কাক জুটিয়াছে
উঠিয়াছে কার পিঠে
কাছে দেয় হানা মুর্‌গীর ছানা
মুর্‌গীও দু'চারিটে।

সকালে যখন জল এসেছিল
সকলে আছিল স্থির
এইবার রবি আঁখি মুছিয়াছে
এরা ঝাড়িতেছে নীর।

ফাটা নারিকেল নাড়াচাড়া করে
একটি ছাগলছানা
অসহায় গাধা ল্যাজ বুলাইয়া
কাকেরে জানায় মানা।

মাঠভরা ঘাসে মুখ লাগায়েছে
পাশাপাশি সকলেই
ফড়িঙের খোঁজে শালিকগুলার
মরিবার স্বর নেই !

এতদিন যার ধ্যান করিয়াছি
এই সেই পূর্ণতা
মহামিলনের মুখে কথা নাই
ক্ষুদ্র মিলনে যথা।

আপন আপন কর্ম্মে মগন
গায় গায় লাগালাগি
বিনা পরিচয়ে সকলে হয়েছে
সকলের অনুরাগী।

দ্বন্দ্বের মাঝে ছন্দ বিরাজে
মিলন নিবিড়তর
মৃত্যুর মাঝে অন্ত নাই তো
বৃদ্ধি নিরন্তর।

কাল সকালেও মাঠভরা ঘাস
পাঠাবে নিমন্ত্রণ
ফড়িঙের সনে শালিকের রণ
কালিও অসমাপন।

চির দিবসের গ্রন্থ হইতে
একখানি পাতা এই
এতে লিখিয়াছে—"সকলেই আছে
সকলের সুখ সেই।"

১০

কাছে যারা আছে তাহাদের কাছে
পাই নি সাড়া
এই ব্যথা মোর এ জীবন ভোর
সবার বাড়া।
দিই পরিচয়—ওরা নাহি লয়
কেহ উদাসীন কেহ বা নিদয়
কাহারো শঙ্কা কারো সংশয়
হাসে কাহারা
আর পারি না যে! অভিমানে লাজে
আত্মহারা।

আমার মাঝারে রয়েছে যে, তারে
দেখাই যত
কেহ বলে 'ঠিক্' এতো নহে ঠিক্
মনের মতো।
কেহ ভাবে এক কেহ ভাবে আর
কিছু নাহি ভাবে মহাসংসার
কত অপমান কত অবিচার
হেলা যে কত!
আর পারি না যে! অভিমানে লাজে
মর্ম্মাহত।

মিলনের ছল খুঁজি অবিরল
সবার সহ
মানি' পরাভব প্রাণভরা ক্ষোভ
দুর্ব্বিষহ।
আমি সকলেরে চাই এত করে'
ওরা কেন তবে নাহি চায় মোরে
হৃদয় আমার শত অনাদরে
যাতনাবহ।
আর পারি না যে! অভিমানে লাজে
বাজে বিরহ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠার ১৩শ পংক্তিতে প্রথম 'ঠিক্' টি 'ধিক্' হবে

১১

না হয় আমার বসন্ত নাই মনে
চিন্তা-চিতা জ্বল্‌ছে ধূ-ধূ্‌ স্বনে
তাই বলে কি দক্ষিণ পবনে
দিব না দ্বার খুলি'
দ্বারে সে মোর হানিছে অঙ্গুলি

ক্লান্ত-কায়া রাজার দূতের মতো
নিঃশ্বাসে সে আধেক মূর্চ্ছাহত
বার্ত্তা যে তার বলার আছে কত
আমার কানে প্রাণে
বল্‌বে নাকি নিযুত পাখীর গানে।

আমার ঘরে নাই যে রে খাজানা
এ কি উহার আছিল না-জানা
বাতায়নের প্রান্তে দিল হানা
আমের মঞ্জরী।
ঋতুরাজের প্রথম কিঙ্করী।

দূর আকাশে নীল হয়েছে আলো
বসন্ত তার তুলিকা বুলালো
তারি মাঝে কোথা যে হারালো
বিন্দু সম ছিল।
নীল রঙেতে সে কি হলো নীল!

নিযুত পাখীর গানের কালোয়াতী
ডালে ডালে তুমুল মাতামাতি
আমার হিয়া তাদের হতে সাথী
মেলে গানের ডানা
হায় রে তারে কে দিয়েছে মানা।

আজ্‌কে আমার আনন্দ কই মনে
চিন্তা ছায়া আননে কাননে
ভাব্‌ছি বসে দক্ষিণ পবনে
দ্বার খুলিব কি না
দুঃখ আমার দিব কি দক্ষিণা!

১২

আমি হবো আকাশের কবি।
উদয় গোধূলি হতে অস্ত গোধূলি তক্
আকাশে রহিব চেয়ে অনলস অপলক
রঙ্‌গুলি একে একে নয়নে লইব এঁকে
মনে মনে বিরচিব ছবি।
অস্ত গোধূলি হতে উদয় গোধূলি তক্
তেমনি রহিব চেয়ে অনলস অপলক
তারাগুলি একে একে চিনিয়া লইব দেখে
মনেতে রাখিয়া দিব সবি।

আমি হবো আকাশের পাখী।
দূর হতে পৃথিবীরে হেরিব একটি বার
রবিলোক শশীলোক উড়িয়া হইব পার
দূরতর গগনের নব নব ভুবনের
অতিথি হইব থাকি' থাকি'।
কত যুগে কত দূরে আকাশের শেষ পাবো
অভিসার অবসানে আপনার দেশ পাবো
সুরপুর রূপসীর সোহাগে রচিব নীড়
পৃথিবীরে যাবো ভুলিয়া কি!

আমি হবো আকাশের তারা।
তোমাদের লাখ যুগ আমার একটি বেলা
তোমাদের শত কাজ আমার কেবলি খেলা
তোদের মরণ জরা জীবনের মিছে ত্বরা
লীলা সুখে আমি কালহারা।
যোজন যোজন জুড়ে আঁধারে আঁধার সব
তারি মাঝে সাথাজন মিলে করি উৎসব
অপার আকাশতলে আমাদের সভা চলে
তারি আলো ত্রিভুবন সারা ॥

১৩

আপনা মাঝারে চাহি' রহিনু থমকি'।
মোর মাঝে এও আছে ! হে আমার আমি,
সুন্দর করেছে বিশ্ব তারা-শুভ্র যামী
দূরের দখিনা বহে দমকি দমকি'
চূত তরুতরুণীর আহ্বানে চমকি'।
পিকবধূ সে বুঝিবা বা পেল তার স্বামী।
মিলন লজ্জায় তার বাণী গেছে থামি'।
সুন্দর ভুবন—তবু তোমার সম কি ?

মুকুরে যাহারে হেরি সেও তো সুন্দর
সুন্দর মেনেছে তারে সুন্দরী রমণী
কাহারে আকুল করে তার কণ্ঠস্বর
উন্মনা করেছে কারে তার পদধ্বনি।
সুন্দর বাহির—তবু তা হতে সুন্দর
আমার অন্তরলোক ; সৌন্দর্য্যের খনি

১৪

উহাদের নাই কোনো কাজ
সারা বেলা খালি ডাকাডাকি
শাখা হতে শাখাতে ঝাঁপায়
পাতাদের খামোখা কাঁপায়
নিজ মনে উহারা নিলাজ
কী যে এত বকে থাকি' থাকি'
কেমনে বুঝিব আমি হায়
আমি নই পাখী।

খেয়ালের সাথে উড়ে যায়
খেয়ালীরা দেশ হতে দেশে
সব দেশ উহাদের জানা
কোনো দেশে কোনো নাই মানা
যেথা যায় সেথা পুনরায়
এমনি আকুল হয় হেসে
সম্বল দুইটি শুধু ডানা
দেশে ও বিদেশে।

সারা পথ ডেকে ডেকে চলে
যারে ডাকে সে কেমন প্রিয়া
সুর চিনে সাড়া দেয় সুরে
রূপ তার হেরেনি কভু রে
সুরের মিলনমালা গলে
দু'জনায় অশরীরী বিয়া।
সারা পথ সাড়ায় উছলে
আহ্বানে ভরিয়া।

উহাদের সুন্দর ভুবন
আমাদের ভুবনেরি পাশে
প্রতিবেশী—রোজ দেখা হয়
তবু নাহি ভালো পরিচয়
উহাদের সহজ জীবন
আমাদের সহজে না আসে
মোরা করি বাঁধিয়া আপন
ওরা ভালোবাসে ॥

১৫

অন্যমনে থাকি আর বসন্তের দিন
কখন জাগিয়া উঠে বৈতালিক গানে
কখন সদলে যায় নীলাকাশ স্নানে
সিংহাসনে আসি' হয় কখন আসীন
মধ্যাহ্নের মদির বিজনে তন্দ্রাধীন
ছায়া চন্দ্রাতপ তলে ক্ষণ সুপ্তি মানে।
কখন উঠিয়া চলে সন্ধ্যার সন্ধানে
পশ্চিমে ঢলিয়া পড়ে প্রিয় বাহুলীন।
অন্যমনে থাকি তবু মনের আড়ালে
কাকলী জমিছে আসি বিহগ সবার
যেথা যত ফুল ফোটে বিহানে বৈকালে
সকলের বাস জমে নাসায় আমার।
এবারের মতো বিশ্বে বসন্ত ফুরালে
মোর চিত্তে রবে তার আনন্দ সম্ভার।

১৬

ঝরা পাতাদের ঝড়। দুরন্ত পবন
ধুলারে করেছে তাড়া। পথতরুগণ
গায়ে গায়ে টলে পড়ে, ঝরায় মুকুল।
আকাশ পরেছে আজ ধূসর দুকূল।
খরতর খরতর বায়ু বীণা বাজে
ঘন ঘন ঝন ঝন। সে সঙ্গীত মাঝে
ডুবে গেছে পিক কুহু, বায়সের রব,
ছাগ শিশুটির স্বর, গাভীর গরব।
এই যেন নিখিলের আসন্ন প্রলয়-
আগমনী। আজিকার নিষ্ঠুর মলয়
কাল হবে করাল সৈমুম, মরুচর।
বড় বড় বনস্পতি কাঁপে থরথর
তারি দাপে। আকাশ কিংশুকবর্ণ হবে।
দুর্দ্দিন পড়িবে ভাঙি অচিরাৎ ভবে।
ওরে কবি, ত্বরা কর। তোর কুহুতান
দ্রুতকণ্ঠে সারা হোক্। বৃহত্তর গান
তোমারে করিবে মৌন। সেদিনের তরে
বাহুতে রহুক বীর্য্য, ধৈর্য্য অন্তরে॥

১৭

তোমার প্রবল প্রেম আজো মোরে নিখুঁৎ করেনি
সেই মোর খেদ।
স্নাতকের তনু ধোয় অনুদিন প্রেমের ত্রিবেণী
তবু কেন ক্লেদ ?
এখনো রয়েছে ভয়—হৃদয়ের গূঢ়তম মসী—
আদিম কলঙ্ক।
কত মিথ্যা ভাবনা যে তব প্রাপ্য কেড়েছে, প্রেয়সী,
জুড়েছে পালঙ্ক।
আচার সংযত নয় বিচার উদার নয় আরো
জিহ্বাগ্রে চাতুরী।
এত যার অপূর্ণতা তার প্রাণে ফোটাতে কি পারো
প্রেমজ মাধুরী !
উচ্চতম ব্রত যার তুচ্ছতম ঈর্ষার ঘর্ষণে
চূর্ণ হয়ে যায়
তারে স্নান করায়েছ বৃথা তুমি চুম্বন বর্ষণে
অজস্র ধারায় !
সে নয় দুর্ভাগা যারে কভু লক্ষ্মী না দিলেন বর।
সেই ভাগ্যহীন
লক্ষ্মীর বরণমাল্য পেয়ে যেবা হলো না ঈশ্বর
রয়ে গেলো দীন ॥

১৮

সকলের শ্রেষ্ঠ প্রেম সেও মানে কালের শাসন
তাই মোরা কেহ কারে করিব না অপ্রিয় ভাষণ
প্রেম যবে চলে অস্তাচলে।
কহিব এই তো ভালো, দিনমান ভালোবাসিয়াছি
ভোরে জাগা দুটি পাখী অবিরাম কল ভাষিয়াছি
শেষ বার ডাকি 'প্রিয়' বলে।
কহিব, প্রগাঢ় প্রেম তার সাক্ষী প্রগাঢ় বিস্মৃতি
পরিপূর্ণ জাগরণ ঘনঘোর নিদ্রায় প্রতীতি
জীবনের প্রমাণ মরণে।

আমরা রাখিনি ক্ষোভ সময়ের অমিয়া লুটেছি
হৃত সার স্মৃতিভাণ্ড—তার মায়া কাটায়ে উঠেছি,
কেহ কারো রবো না স্মরণে।
দু' খানি অধরপুটে একটি চুম্বন বিনিময়
তারপরে স্মৃতিলোপ, তুমি আমি কেহ কারো নয়
আমাদের মধুর বিচ্ছেদ।
হয়ত নিযুত বর্ষে কোনো দূর নীহারিকা লোকে
চারি চোখ এক হলে আমাদের প্রেমোজ্জ্বল চোখে
কালের তিমির হবে ভেদ।

কহিব এই তো মোরা যেইরূপ সেইরূপ আছি
আদি যুগ হতে যেন এইরূপ ভালোবাসিয়াছি
মিলিয়াছি অনন্ত মিলনে।
ভুলিব, প্রত্যেক প্রেম অপর প্রেমের বিস্মরণ
নিয়তের কুঞ্জে মোরা পালা করে রাখি নিমন্ত্রণ
একই কথা কহি জনে জনে॥

এই কবিতাবলীর রচনাস্থল ইউরোপ, জাহাজ ও ভারতবর্ষ।
রচনাকাল ১৯২৯—৩০

এর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতাবলী দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে—

রাখী

একটি বসন্ত

এর পরবর্ত্তী কবিতাবলী অপ্রকাশিত।

লীলাসঙ্গিনী